আত্মশক্তি

রংপুর অঞ্চলের স্বেচ্ছাব্রতীদের করোনা সহিষ্ণু গ্রাম বিনির্মাণের বার্তা

THE HUNGER PROJECT

সংখ্যা-০৬ বর্ষ-০১, ৩১ আগস্ট ২০২০

প্রত্যাশিত করোনাসহনশীল গ্রাম ও এসডিজি অর্জনে ছাতনাই বালাপাড়া

২৬.৫৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলাধীন বালাপাড়া ইউনিয়ন। ২০১৭ সালে ইউনিয়নের ১৬টি গ্রাম/পাড়ায় গঠন করা হয় গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি)। উদ্দেশ্য গ্রামের সাধারণ জনগনকে সঙ্গে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে ভিডিটির সহায়তায় এসডিজি গ্রাম গঠন করা। এলাকার দি হাঙ্গার প্রজেক্টে-এর প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গন্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে ০৬জন নারী ও ০৯জন পুরুষ মিলে ১৫জন সদস্য নিয়ে গঠিত ডাক্তার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল। কমিটি গঠনের পর থেকেই তাঁরা এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য নানামুখী পরিকল্পণা ও কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। এরই মাঝে গত ৮মার্চ ২০২০ বৈশ্বিক করোনাভাইরাস মহামারীর প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে দেখা দেওয়ার পর ঐ দল চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজেদের গ্রামের মানুষের নিকট করোনা ভীতি নয়, করোনাসহনশীল গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। এই লক্ষ্য অর্জনে তারা ইতোমধ্যেই গ্রাম উন্নয়ন দলটিকে আরো সুসংগঠিত ও প্রসারিত করে গঠন করেছে 'করোনা প্রতিরোধ কমিটি'। যে কমিটির ০৭ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ মিলে গ্রামের ২৭৫টি পরিবারের প্রায় ৯৭০ জন নারী-পুরুষকে করোনা ভীতি দূরীকরণে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

পুষ্টি গ্রহনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধে শারিরীক সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। তাই ছাতনাই বালাপাড়া ডাক্তারপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল পুষ্টিকর খাবার ও বিষমুক্ত শাক সবজি গ্রহনের উপর বেশী জোর দেয়। কমিটির সদস্যরা- 'বসত বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, পুষ্টি পাবে বার মাস' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বসতবাড়িতে সবজি চাষের উপর গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন আলোচনা সভা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামের প্রায় ৫০টি পরিবারকে সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করেন। কার্যক্রমটি ভিডিটি সদস্য রমিছা বেগমের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। সর্বশেষ এই কমিটি গ্রামের সবজি চাষে আগ্রহী দরিদ্র ১২টি পরিবারকে 'বসতবাড়িতে সবজি চাষ' বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন এবং প্রতিটি পরিবারের মাঝে লালশাক, লাউ ও সীমের বীজ প্রদান করেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

পরিবেশ বাঁচাও,গাছ লাগাও। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র অর্জন ও আমাদের দেশের প্রকৃতিক ভরসাম্য রক্ষা করতে হলে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। এদেশে আশির দশক থেকে সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিলেও আজও কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি। এসব চিন্তা মাথায় রেখে ডাক্তার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তবে ভিডিটি'র সদস্যরা মনে করে অধিক মূল্য পাওয়ার আশায় পরিবেশের ক্ষতি করে এমন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা যাবেনা। আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করেনা এমন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করতে হবে। এসব বিষয় ভেবে ভিডিটির সদস্যরা ২০০ টি দেশি প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করেন।

অসহায়দের পাশে ভিডিটি সদস্যরা

করোনাভাইরাস (COVID -19)এর প্রভাব দেখার পরপরেই কর্মহীন হয়ে পড়ে গ্রামের অনেক শ্রমজীবি মানুষ। লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে এসব শ্রমজীবি অসহায় দারিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায় ছাতনাই বালাপাড়া ডাক্তার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল। তারা ভিডিটি'র সভাপতি মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক সহ অন্যান্য সদস্য মিলে নিজেদের পাশাপাশি এলাকার বিত্তবানদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। যার মাধ্যমে ১০০টি অসহায় দরিদ্র পরিবারকে ৫ কেজি চাল, ১ কেজি আটা, ১ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু, ১ লিটার ভোজ্য তেল প্যাকেজ আকারে বিতরন করেন। এছাড়াও সরকারের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে তৃণমুলের সঠিক ও প্রকৃত উপকারভোগীর তালিকা তৈরীতে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করেন। সরকার ঘোষিত কর্মহীন শ্রমজীবি অসহায় পরিবারের জন্য ২৫০০/- টাকা প্রণদনা প্যাকেজ গ্রামের ২০ জনকে পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করেন। সেই সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় ১ জনকে বয়স্ক ভাতা, ১ জনকে বিধবা ভাতা, ১ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার জন্য নতুন ভাবে যুক্ত করা সহ ৪০ জনকে ত্রান পেতে সহায়তা করেন।

জন সম্পৃক্ততা ও সচেতনতার মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধ

করোনা প্রাদূর্ভাবের শুরু থেকেই ছাতনাই বালাপাড়া ডাক্তার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে যথাযথভাবে চলতে থাকে মানুষকে সচেতন কারার কাজটি। কারণ তারা জানতো করোনার এখন পর্যন্ত কোন টিকা বা ঔষধ যেহেতু আবিষ্কার হয়নি। তাঁরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং করোনা বিডি থেকে জানতে পালে একমাত্র সচেতনতার পারে করোনা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। তাই তাঁরা শুরুতেই গ্রামের ২৫০টি বসতবাড়িতে ৯০০ লিটার এবং একটি বাজার ও তিন কিলোমিটার মানুষের চলাচল উপযুগী রাস্তায় আরো প্রায় ১০০০ লিটার জীবাণুনাশক স্প্রে করে। এই কমিটির মাধ্যমের প্রায় ৫০০ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরন ও পড়ে শোনানো, ৩০ টিউবওয়েলের পাড়ে সাবান বেধে দেওয়া ও ৮০ জন কম সচেতন মানুষকে সরাসরি নিয়ম মেনে হাত ধোয়ার কৌশল শেখানো হয়। এছাড়া ২০ টি স্থানে হাতে লেখা সচেতনতামূলক পোষ্টার, বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করা, কমপক্ষে ৩ফিট শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করা ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানতে গ্রামের প্রায় ৯৭০ জন মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। এ সকর কাজে সামনের সারি থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইয়ুর্থ লিডার মোশরেফা আক্তার, দুলালী আক্তার, শাহিনা আক্তার, আশিকুর জামান রমিছা বেগম সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যগন।

চিহ্নিতকরন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

ছাতনাই বালাপাড়া গ্রমমের অধিকাংশ মানুষেই শ্রমজীবি ও কৃষির উপর নিভ্রশীল। তাই তারা কাজের সন্ধানে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করে। আবার করোনা কালিন সময়ে দেশে লকডাউন ঘোষনা শুরু হলে অনেকে কর্ম হারিয়ে বেকার হয়ে পরে এবং গ্রামে ফিরে আসেন। এসব ফিরে আসা মানুষের মাধ্যমে করোনার বিস্তার যেন না ঘটাতে পারে সেটি খুব গুরুত্বের সাথে নেয়। সে জন্য ভিডিটির সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্যবিধি নির্দশনা অনুযায়ী ৭ জনকে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করেন। করোনা উপসর্গ দেখা দিলে ১ জন ব্যাক্তিকে করোনা টেস্ট করার ব্যবস্থা করেন। যা পরবর্তীতে করোনা পজেটিভ ধরা পড়লে নীলফামারী সদর হাসপাতালে ভর্তিও ব্যবস্থা করেন। যথাযথ চিকিৎসা গ্রহনের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি সুস্থ্য হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। বর্তমানে ছাতনাই বালাপাড়া ডাক্তার পাড়া গ্রামটি এখন পর্যন্ত করোনামুক্ত গ্রাম।

গুজব বা অপপ্রচার রোধে সচেতনতা তৈরী

গোটা পৃথিবী যখন প্রানঘাতি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত তখন গ্রামের সাধারন মানুষের এটা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই বললেই চলে। গ্রামের কিছু তথ্য না জানা মানুষ ধর্মীয় গোড়ামি থেকে সমাজের নানা ধরনের কুসংস্কারগুলোকে পুঁজি করে গুজব বা অপপ্রচার চালাতে থাকে। সাধারনত তারা বলে করোনাভাইরাস এটি একটি- বড়লোক বা ধনী লোকের রোগ, সুদ ও ঘুষ খায়, বি-ধর্মীদের রোগ, গ্রামের মানুষের এ রোগ হবেনা ইত্যাদি ভিত্তিহীন কথাবার্তা। সাধারন মানুষের মাঝে এ ভ্রান্ত ধারনা দূর করতে গ্রাম উন্নয়ন দল গ্রামের দুটি মসজিদ ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রায় ১৬০ জনের নিকট ভিত্তিহীন কথার বিপরীতে তথ্য নির্ভর প্রচারণা চালায়।

মাস্ক পরিধান করি

সাবান দিয়ে সঠিক নিয়মে বারবার হাত ধুই

হাটে বাজারে সবখানে অন্তত ৩ ফিট শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করি

চারপাশ জীবানু মুক্ত রাখি

নিজে সচেতন হই, অন্যদেরও সচেতন করি

●সম্পাদক: রাজেশ দে, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ● নির্বাহী সম্পাদক: মোঃ শামসুদ্দীন, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর ●সহ-সম্পাদক: অনুপম রায় ●তথ্য সংগ্রহ: অভিবর রহমান লেবু

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, রংপুর অঞ্চলের একটি প্রকাশনা।